কর্ণার্জ্জুন



[স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত নাটক]

● রচনা করেছেন—

কেশব সেন

● গান লিখেছেন—

কবি সুনির্ম্মল বসু

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯



আগষ্ট
১৯৪৭



ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯



দাম—
টা. ১'০০

পরিচয়—

শ্রীকৃষ্ণ

মহাদেব, সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ

ভার্গব, তাপস. দ্রোণ, মন্দপাল ঋষি, ব্রাহ্মণ, উদাসী

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য

দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ

কর্ণ, কর্ণের পুত্র বৃষকেতু ও বৃষসেন

ভগদত্ত, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অন্যান্য রাজন্যবর্গ

গরুড়, তক্ষকপুত্র অশ্বসেন, ময়-দানব

ব্রাহ্মণগণ, নাগরিকগণ, সৈন্যগণ।

উৎসর্গ

পরম স্নেহভাজন

শ্রীমান্ রমেন্দ্রনারায়ণ সেন

কুমারী অমিয়ারাণী সেন

কল্যাণীয়েষু ··

জন্মাষ্টমী, ১৩৩৯
গৈলা-কুটীর, ঢাকুরিয়া
২৪ পরগণা



কেশব সেন

কর্ণার্জ্জুন



প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অধিরথ সূতের গৃহপ্রাঙ্গণ ; উগ্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ ও
কৃতাঞ্জলিপুট কর্ণ]

ব্রাহ্মণ। দুরাচার! তুই আমায় স্পর্শ করলি?

কর্ণ। আমি তো আপনাকে প্রণাম করেছি মাত্র, তাতেই দোষ?

ব্রাহ্মণ। হাঁ—তাতেই দোষ। ব্রাহ্মণ আমি গঙ্গাজলে স্নান করে আহ্নিকে বসতে যাচ্ছিলাম, তোর স্পর্শে দেহ আমার অপবিত্র হ'ল! আবার আমাকে স্নান করে আসতে হবে।

কর্ণ। একটু আগে একটা কুকুর এই পথ দিয়ে চলে গেল, তার স্পর্শে আপনার পবিত্রতা নষ্ট হ'ল না—নষ্ট হ'ল আমার স্পর্শে? নীচ কুলে জন্মেছি বলে কি আমি ঐ কুকুরের চাইতেও হীন?

ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়। ঐ কুকুর ধন্য—তোর মত হীন মানব-বংশে সে জন্মগ্রহণ করেনি। কী আপদ! কী আপদ!

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান

কর্ণ। সূতপুত্র—সূতপুত্র বলে কি আমি ঐ কুকুরের চেয়েও হীন! হীনবংশে যার জন্ম, সে কি মানুষ নয়? তার কি প্রাণ নেই? শক্তি নেই? আকাশে ঐ দীপ্ত সূর্য্য তার যে উজ্জ্বল কিরণে পৃথিবীর সকল প্রাণী, সকল পদার্থকে রূপে রসে সঞ্জীবিত কর্‌ছে, তার সে সঞ্জীবনী শক্তির কণামাত্রও কি আর সবাইয়ের মতো আমাকেও এসে অভিনন্দিত করেনি? ব্রহ্মাণ্ডে যিনি সকলের চেয়ে বড়, তিনিই যখন আমাকে তাঁর জ্যোতিঃশিখার স্পর্শদানে ধন্য কর্‌ছেন, তখন আমি কার কাছে অস্পৃশ্য? না—না দিবাকর, অস্তাচলপথে অগ্রসর হ'তে হ'তে আমার পানে চেয়ে ম্লানহাসি হাসলেই শুধু হবে না—আমি তোমার নির্দ্দেশ চাই। জানি না কি গূঢ় কারণে শৈশব হ'তে তোমার প্রতি আমার আন্তরিক আকর্ষণ! বাল্যকালে রৌদ্রের তাপে খেল্‌তে খেলতে তোমার কিরণস্পর্শ-মধ্যে আমি যেন কার স্নেহস্পর্শ অনুভব করেছি—তোমারই প্রখরোজ্জ্বল কিরণ হ'তে শক্তি-সঞ্চয় করে যেন আমি বড় হ'য়ে উঠেছি—তুমি যেন আমার বিস্মৃত অতীতের বান্ধব! আমি স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য—হে আমার চিরজীবনের আরাধ্য! সে সমস্যা সমাধানের ভার আমি তোমার উপরেই অর্পণ কর্‌লাম। তুমি যদি আমাকে লোক-সমাজে বেঁচে থাক্‌বার ভরসা দাও, তবেই আমি বাঁচবো।

নইলে—নইলে ঐ জাহ্নবী-সলিলে আজই আমার ঘৃণ্য পরিত্যক্ত জীবনের অবসান হোক্।

[বলিতে বলিতে কর্ণ গিয়া নদীর জলে নামিলেন। সূর্য্যের মধ্য হইতে দিব্যমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল এবং তাহারই মুখনিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণী শোনা গেল]

(বাণী) বৎস কর্ণ! তোমার জীবন অমূল্য—স্বেচ্ছায় তা জাহ্নবী-জলে বিসর্জ্জন দিও না। আমার ভবিষ্যদ্বাণী শোন—একদিন তুমি মনুষ্য-মধ্যে প্রধান বলে সম্মান লাভ করবে, তোমার খ্যাতি আমারই মধ্যাহ্ন-বিকাশের মতো প্রখর হবে—উজ্জ্বল হবে। অপরের ঘৃণায় গ্লানিবোধ কোরো না, একদিন তুমি হবে শ্রেষ্ঠতম মানবেরও ঈর্ষ্যার পাত্র। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে—নিজের বাহুবলের উপর মাত্র নির্ভরশীল হয়ে সেই অনাগত শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা কর।

কর্ণ। [সূর্য্যদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া]

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পুষ্করতীর্থে শিলাসনে উপবিষ্ট কর্ণ। তাঁহার জানুদেশে মাথা রাখিয়া নিদ্রিত ভার্গব]

কর্ণ। নিদ্রা যাও—নিদ্রা যাও গুরু—পরম নিশ্চিন্ততায় নিদ্রা যাও। একবিংশতিবার ক্ষত্রকুলোচ্ছেদ করেও অক্লান্ত,

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর ভার্গব! এই নিদ্রা তোমার সকল ক্লান্তি হরণ করুক। তুমি মহান্, তাই আমায় আশ্রয় দিয়েছো—আমাকে সকল অস্ত্রে শিক্ষিত করেছো—মানুষের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াবার যোগ্যতা দিয়েছো—তোমায় প্রণাম! শতকোটী প্রণাম? (কিছুক্ষণ পরে) উঃ—উঃ। কীট আমার জানুদেশে দংশন কর্‌লো! উঃ! কীট! তুমি ভাগ্যবান্, তাই গুরুদেব এই জানুরই উপরে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। নইলে এই দণ্ডে আমি তোমায় বধ কর্‌তাম। উঃ—উঃ! কীটদংশনের জ্বালা ক্রমেই যে অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে! তবে কি গুরুদেবের নিদ্রাভঙ্গ করে কীটের বিনাশ কর্‌বো? না, কখনও তা কর্‌বো না। তুচ্ছ কীটদংশনের জ্বালায় গুরুদেবের বিশ্রামে ব্যাঘাত কর্‌বো না। কিন্তু উঃ! অসহ্য! অসহ্য! গুরুদেব আগে জেগে উঠুন, তারপর রে কীট! তোর……

[ভার্গব জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন]

ভার্গব। আমার কেশ এত সিক্ত হ'ল কিসে বৎস? এ কি! রক্ত! রক্ত এল কোথা হ'তে? তুমিও নীরব—মুখে তোমার বেদনার চিহ্ন! তাইতো! তোমারও জানুতে রক্ত দেখছি! এসব কি বৎস?

কর্ণ। গুরুদেব! এই কীট আমার জানুর নিম্নে দংশন কর্‌ছিল। জানু ছিন্ন করে উপরে উঠে সে পালিয়ে গেল! তাইতেই বুঝি ঐ রক্ত আমার জানু হ'তে নির্গত হয়েছে!

ভার্গব। কীট তোমার জানুর একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত

ভেদ করে চলে গেল—তবুও তুমি তার সংহার বা বিতাড়নের চেষ্টা কর্‌লে না—নীরবে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা সহ্য কর্‌লে। এ যে আমার কাছে অদ্ভুত ঠেক্‌ছে !

কর্ণ। আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হবে বলেই আমি দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেছি গুরুদেব !

ভার্গব। হুঁ (ভাবিয়া) কর্ণ, তুমি ক্ষত্রিয় ?

কর্ণ। অস্ত্রশিক্ষায় আমার মেধা দর্শনে আপনি তো একাধিকবার বলেছেন গুরুদেব, আমি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ।

ভার্গব। কর্ম্মে তুমি ক্ষত্রিয়—কিন্তু স্বভাবে তা নও। কীট-দংশনের দারুণ জ্বালা নীরবে সহ্য করে সহনশীলতার যে পরিচয় দিলে আজ, অসহিষ্ণু প্রতিহিংসা-পরায়ণ ক্ষত্রিয়জাতির তা স্বভাব-বিরোধী। তাইতো তোমার বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম। বল বৎস—

কর্ণ। (ভার্গবের পা ছুঁইয়া) আমি ভার্গব পরশুরামের শিষ্য—এর চেয়ে বড় পরিচয় আমার নাই গুরুদেব।

ভার্গব। আমি তা শুন্‌তে চাই না। আমি শুদ্ধ শুন্‌তে চাই তোমার বংশ-পরিচয়। বল, তুমি ক্ষত্রিয় ?

কর্ণ। না।

ভার্গব। না ?

কর্ণ। না, আপনার কথা মিথ্যা হ'তে পারে না, আমি কর্ম্ম-ক্ষত্রিয়—জন্ম-ক্ষত্রিয় নই।

ভার্গব। তবে কি তুমি শূদ্র ?

কর্ণ। অধিরথ সূতের গৃহে আমি পালিত—নাম-গোত্রহীন। হয়তো আমি সূতপুত্র—হয়তো আমি ক্ষত্রিয়। কিন্তু আমার পরিচয় শুধু এই বাহু-যুগল।

ভার্গব। ভণ্ড! প্রতারক! মিথ্যা পরিচয়ে আমাকে প্রবঞ্চিত করে ধনুর্ব্বিদ্যা আয়ত্ত করেছিস্! আমার অভিশাপে সঙ্কটকালে তুই শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসমূহের ব্যবহার বিস্মৃত হবি।

[ভার্গবের প্রস্থান

কর্ণ। সঙ্কটকালে—সঙ্কটকালে আমি শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসমূহের ব্যবহার ভুলে যাব! কিন্তু তার পূর্ব্বে হে ভার্গব! হে আমার পূজ্যপাদ শিক্ষাদাতা! পূর্ব্বেই তোমার প্রদত্ত শিক্ষার বলে আমি সকল সঙ্কটের সম্ভাবনা দূর কর্‌বো! তোমার অভিশাপের চেয়ে তোমার বর যে অনেকগুণ মহান্।

[কিছুকাল হাঁটিয়া বেড়াইয়া]

না—না ভার্গব! তোমার অভিশাপের বেদনা আমার বুকে বিঁধছে না তো! তার পরিবর্ত্তে বরং এক উল্লাসের হর্ষ-কল্লোলই এ বুক ছাপিয়ে উঠ্‌ছে। অবজ্ঞাত কর্ণ—যাঁর কৃপায় আজ শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর, সেই মহামতি ভার্গব! তোমার উদ্দেশে আমার শতকোটী প্রণাম! (থামিয়া) সরোবরের অপর তীর হ'তে কিসের শব্দ হচ্ছে না? নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তু এসে সরোবরের জল পান করছে। জীবিতের উদ্দেশে আমার প্রথম অস্ত্র-প্রয়োগ হোক এই শব্দভেদী বাণ আর এই বাণই করুক ঐ হিংস্র পশুর প্রাণবধ—

[কর্ণ তীর ছুঁড়িলেন]

[নেপথ্যে জনৈক তাপস] কে? কে দুরাত্মা?

[তাপসের প্রবেশ]

তাপস। তুই? তুই? তুই শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করেছিস্?

কর্ণ। হাঁ ব্রাহ্মণ, আমি। কিন্তু কি হয়েছে তাতে?

তাপস। তোর সে বাণ আমার মাতৃসমা গাভীর প্রাণ সংহার করেছে। সরোবরে জল পান করতে গিয়ে মা আমার তোর শরাঘাতে জর্জ্জরিতা হয়ে…দুরাত্মা গোহন্তা!

কর্ণ। অভিশাপ দাও—আমায় অভিশাপ দাও তাপস! স্বর্গ হ'তেও পবিত্রা মাতৃসমা গাভী আমারই নিক্ষিপ্ত তীরে নিহত—সত্যই আমি তোমার অভিশাপযোগ্য। তপঃশক্তির বহ্নিশিখা কিছুমাত্রও যদি তোমার মধ্যে থাকে ব্রাহ্মণ, তাহ'লে তুমি সে শিখায় আমাকে দগ্ধ কর……

তাপস। দুরাত্মা! তোকে আমি এই অভিশাপ দিলাম—যেন যুদ্ধকালে পৃথিবী তোর রথচক্র গ্রাস করে।

কর্ণ। ওঃ! না, বৃথা অনুশোচনা কর্‌বো না। স্বকৃত পাপের ফল ভুগ্‌তেই হবে—এ যে আমার ললাটলিপি। কিন্তু শুধু কি বসে বসে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেব? বীর আমি—বীরভোগ্যা বসুন্ধরাকে নিজের বাহুবলে ভোগ কর্‌বো না? পিতা অধিরথ! এখান হ'তেই তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর। ভার্গবদত্ত তীরপূর্ণ তূণ আর এই ধনুক নিয়ে আমি যাচ্ছি ভাগ্যান্বেষণে, হয়তো বা পৃথিবীর অপর প্রান্তে—হয়তো

তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে না। বিদায়—হে আমার স্নেহময় প্রতিপালক! বিদায়!

তৃতীয় দৃশ্য

[হস্তিনাপুরীর প্রান্তস্থিত প্রান্তর। অদূরে দর্শকের আসনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, কৃপাচার্য্য, ভীষ্ম প্রভৃতি এবং সম্মুখে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতা সহ দ্রোণাচার্য্য]

দ্রোণ। কৌরবকুমারগণ! এইবারে তোমাদের অস্ত্র-পরীক্ষা হবে। এতদিন আমি সযত্নে যে অস্ত্র-কৌশল তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, আজ তার পরীক্ষা। ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজবংশের ভাগ্যবান্ বংশধরগণ! আজিকার এ পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হ'তে পার, তাহ'লে বুঝ্‌বো—পূর্ব্বপুরুষগণের অর্জ্জিত কীর্ত্তিরাশি তোমাদের কার্য্যদ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না। বল, তোমরা প্রস্তুত?

কুমারগণ। আমরা প্রস্তুত গুরুদেব!

দুর্য্যোধন। আগে কিসের পরীক্ষা হবে গুরুদেব? তীরের, অসির, না গদার?

দ্রোণ। তীরের।

দুর্য্যোধন। এ পক্ষপাতিত্ব। আগে গদার পরীক্ষা হোক্—

দ্রোণ। অশিষ্ট রাজকুমার দুর্য্যোধন, গুরু দ্রোণে পক্ষপাতিত্ব-দোষ আরোপ করে ক্ষত্রিয়-বিরোধী হেয়-মনোবৃত্তির পরিচয় দিও না। গদা ও অসিযুদ্ধ মল্লযুদ্ধেরই প্রকারান্তর, বর্শাও সম্মুখ-যুদ্ধেই ব্যবহৃত। একাগ্নি ও শতাগ্নি তীরই শুধু দূরবর্ত্তী শত্রুকে

পরাজিত করতে সক্ষম—তাই তীর-ধনুকই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সে-ই, তীর-ধনুক যার আয়ত্ত। তাই তার পরীক্ষা হবে সর্ব্বাগ্রে। অগ্রসর হও যুধিষ্ঠির! ঐ যে দূরে গাছটি দেখ্‌তে পাচ্ছ, ওর সর্ব্বোচ্চ শাখায় একটি পাখী বসে আছে—নীল পাখী! তীর দিয়ে ঐ পাখীর কণ্ঠ বিদ্ধ করতে হবে! তীর নাও যুধিষ্ঠির। দাঁড়াও, কি দেখ্‌ছো?

যুধিষ্ঠির। দেখ্‌ছি ছবির মত ঐ গাছটি, সবুজ তার পাতাগুলি আর লাল তার ফুল। তারি ছোট শাখাটিতে বসে নীল পাখীটি—কি দোলই খাচ্ছে! ছুঁড়ি তীর?

দ্রোণ। না না, তীর রাখ যুধিষ্ঠির, ও পাখী তীরবিদ্ধ করা তোমার কাজ নয়। দুর্য্যোধন—

দুর্য্যোধন। আমি ঐ পাখীর গায়ে তীর ছুঁড়বো? যুধিষ্ঠিরের মতো দুর্ব্বল নয় আমার চিত্ত—যে একটা পাখীকে তীর বিঁধতে হাজার চিন্তা এসে মনে উপস্থিত হবে—পাখীর গায়ে আঘাত লাগবে বলে বুকে কাঁপুনি ধরবে। ছুঁড়বো তীর?

দ্রোণ। তীর তো ছুঁড়বে, কিন্তু কার গায়ে ছুঁড়বে দেখ্‌ছো তো?

দুর্য্যোধন। তা আর দেখ্‌ছি না? পাখী তো পাখী, ঐ গাছ, গাছের পেছনে মাঠ, মাঠের পেছনে সাদা সাদা লঘু মেঘে ঢাকা আকাশ পর্য্যন্ত দেখ্‌ছি।

দ্রোণ। তবেই তো লক্ষ্য ভেদ করে বসে আছ! তীর ছেড়ে আসনে গিয়ে বস কুমার, তীর-ধনুক ধরা তোমার কর্ম্ম নয়।

দুর্য্যোধন। আমাকে এরূপ অপদস্থ করা হবে, এ আমি আগেই জান্‌তাম। এ অন্যায়—এ ষড়যন্ত্র।

দ্রোণ। ভীম!

[ভীম উঠিয়া আসিলেন]

কি দেখ্‌ছো ভীম?

ভীম। পাখী! পাখী! সবুজ তার ডানা দু'টি, লাল তার চঞ্চু আর নীল তার কণ্ঠ আর পুচ্ছ। ছুঁড়্‌বো তীর গুরুদেব?

দ্রোণ। না। ও পাখী শিকার করা তোমারও সাধ্যে কুলোবে না। অর্জ্জুন!—

অর্জ্জুন। গুরুদেব!

দ্রোণ! তুমি প্রস্তুত?

অর্জ্জুন। না গুরুদেব, আমি প্রস্তুত নই।

[অগ্রসর হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া]

এইবারে আমি প্রস্তুত গুরুদেব!

দ্রোণ। লক্ষ্যের প্রতি তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে তো অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন। আছে গুরুদেব, ঐ পাখী—না না, পাখীও নয়—পাখীও নয়—শুধু তার নীল কণ্ঠ…

দ্রোণ। ছাড় তীর—

[সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুন তীর নিক্ষেপ করিলেন; তীর গিয়া পাখীর কণ্ঠে বিদ্ধ হইল। অর্জ্জুন নিজে গিয়া ভূপতিত পাখী কুড়াইয়া আনিয়া দ্রোণাচার্য্যের পায়ের কাছে রাখিলেন]

দ্রোণ। বৎস অর্জ্জুন, তুমিই যোদ্ধাগণ-মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

[কর্ণের প্রবেশ]

কর্ণ। মিথ্যা কথা বলে রসনা কলঙ্কিত কোরো না দ্রোণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়, যোদ্ধাগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তোমার অর্জ্জুন।

দ্রোণ। মিথ্যা কথা। অর্জ্জুন অন্যতম নয়, অনন্য।

কর্ণ। না, অন্যতম। অন্ততঃ কর্ণ জীবিত থাক্‌তে।

অর্জ্জুন। কে তুমি স্পর্দ্ধী?

দ্রোণ। কে তুমি উদ্ধত যুবক? কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছো জানো?

কর্ণ। জানি, কুরু-কুমারগণের অস্ত্র-পরীক্ষা-প্রাঙ্গণে। যদিও এ জানতুম না যে, পরীক্ষাদ্বারা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন না হ'তেই শ্রেষ্ঠত্বের আরোপ করার মিথ্যাচারে এ স্থান কলঙ্কিত।

দ্রোণ। স্পর্দ্ধিত যুবক, তোমার এ অভিযোগের প্রমাণ?

কর্ণ। প্রমাণ আমি আর আমার বাহু। এই পরীক্ষা-প্রাঙ্গণে আমারও শস্ত্রবিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করা হোক্। পরীক্ষায় আমি পরাভূত হই, অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবো —অর্জ্জুন পরাজিত হয় তো আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর্‌বে। বল অর্জ্জুন, তুমি সম্মত?

অর্জ্জুন। সম্মত—আমি সম্মত। আত্মশক্তিতে আমি বিশ্বাসী, প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ নই। কিন্তু—কিন্তু অজ্ঞাত-কুলশীল যুবক, ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজবংশের কুমার আমি—

আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হও, কি তোমার পরিচয় ?

কর্ণ। (ঈষৎ ভাবিয়া লইয়া) আমি ধানুকী, আমি শস্ত্রপাণি—এই আমার পরিচয়।

অর্জ্জুন। শুধু এই ?

কর্ণ। হাঁ এই। আর এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় বুঝি হয় না, হ'তে পারে না। অস্ত্রবিদ্যা আমার আয়ত্ত—শক্তিধর আমার বাহু। এই পরিচয়ে—এই সম্পদে আমি পৃথিবী জয় করে আস্‌তে পারি।

অর্জ্জুন। যেদিন পৃথিবী জয় করে ফিরে আস্‌বে, সেদিন না হয় তোমায় প্রতিযোগী বলে মান্য কর্‌ব। কিন্তু বংশ-পরিচয়-হীন রবাহুত ! আজ তোমার কোন মর্য্যাদাই আমি স্বীকার কর্‌তে পারি না। তুমি যাও—ক্ষত্রকুমারগণের পরীক্ষা-প্রাঙ্গণ হ'তে সত্বর প্রস্থান কর। তোমার পাদস্পর্শে এ প্রাঙ্গণ অপবিত্র হয়েছে—গঙ্গা-জলে একে পবিত্র করে নিয়ে তবে আবার আমরা অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শনে ব্যাপৃত হব !

কর্ণ। এত ঘৃণা ! (আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া) বেশ—প্রতিযোগিতা প্রত্যাখ্যান কর, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ? আমি যদি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করি, তাহ'লে ? তাহ'লেও কি তুমি নিশ্চেষ্ট দাঁড়িয়ে আমার অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যুবরণ করবে—প্রতিবাদে ঐ গাণ্ডীবে শর-সন্ধান কর্‌বে না ?

অর্জ্জুন। না।

কর্ণ। তবে মরবে? (শরসন্ধান করিলেন)।

অর্জ্জুন। তাও নয় অর্ব্বাচীন, ক্ষত্রিয়কুমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে প্রাণ দেয়, কিন্তু হিংস্র বাঘ-ভালুককে বর্শার মুখেই শিক্ষা দেয়!

কর্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (অট্টহাস্য)।

অর্জ্জুন। হাসছো যে?

কর্ণ। বর্শা দিয়ে কি প্রতিরোধ করবে? নাগপাশ?

অর্জ্জুন। নাগপাশ! (চরম বিস্ময়ে) পাশুপতও তোমার আয়ত্ত?

কর্ণ। অমর্থ, সমর্থ, কৌশিক, ব্রহ্মজাল, বাড়ব আর কি অস্ত্রের পরিচয় চাও অর্জ্জুন?

দুর্য্যোধন। এ সব অস্ত্র তোমার আয়ত্ত ভাই?

কর্ণ। হাঁ কুমার—সকল রকম অস্ত্রই আমার আয়ত্ত। (অর্জ্জুনকে) কি অস্ত্রের পরিচয় চাও ফাল্গুনি—ব্রহ্মাস্ত্র?

দ্রোণ। ব্রহ্মাস্ত্র! তোমার অস্ত্রগুরু কি তবে—তবে—

কর্ণ। বলতে বলতে থামলে কেন দ্রোণাচার্য্য? নামটা উচ্চারণ করতে মুখে বাধছে? আচার্য্যের অনুমান যথার্থ—এই কৌরবকুমারগণের অস্ত্রশিক্ষাদাতা গুরু দ্রোণ আর আমি একই গুরুর নিকটে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছি—আমার গুরু ভার্গব—শূরশ্রেষ্ঠ পরশুরাম।

অর্জ্জুন। তাহ'লে এতক্ষণ আমাদের প্রতারণা করছিলে কেন বীর? তুমি নিশ্চয়ই বংশ-পরিচয়হীন নও—তোমাকে

ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়-নন্দন না জেনে কিছুতেই আচার্য্য ভৃগুরাম অস্ত্রশিক্ষা দেন নি।

কর্ণ। মিথ্যা বল্‌বো না, তাই দিয়েছেন! আচার্য্যের সকাশে আত্মপরিচয় গোপন করেই আমি অস্ত্রশিক্ষালাভ করেছিলাম।

অর্জ্জুন। আচার্য্য ভার্গবকে প্রতারিত করে আমাদেরও গৌরবহানি কর্‌তে এসেছো প্রতারক! তুমি যতই বীর হও, যত অস্ত্রই তোমার আয়ত্ত হোক্—ক্ষত্রিয়কুমার কখনও তোমাকে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে স্বীকার কর্‌তে পারবে না।

কর্ণ। কখনো না?

অর্জ্জুন। না, কখনো না। ক্ষত্রিয়কুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় ক্ষত্রিয়, না হয় রাজা বা রাজপুত্র।

দুর্যোধন। তাই যদি হয়, তা'হলে গর্ব্বিত অর্জ্জুন, তুমি কিছুতেই এই মহাবীরকে অবজ্ঞা কর্‌তে পার না। (কর্ণকে) বন্ধু! আমার মাথার এই মুকুট তোমার মাথায় পরিয়ে দিয়ে এই মুহূর্ত্তে তোমাকে অঙ্গরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত কর্‌ছি। জানি না তোমার ঊর্দ্ধতন বংশের কি পরিচয়—কিন্তু অধস্তন বংশ তোমার অঙ্গরাজবংশ বলেই পরিচিত হবে। (অর্জ্জুনকে) কি অর্জ্জুন! অঙ্গরাজ কর্ণের সঙ্গে সংগ্রামও তুমি অবাঞ্ছনীয় বলে মনে কর নাকি? না ভয় পেয়ে গেলে?

অর্জ্জুন। গাণ্ডীবী কখনো ভয় পায় না। আমি প্রস্তুত—

কর্ণ। আমিও প্রস্তুত।

দুর্য্যোধন। অতো তাড়াতাড়ি নয়—যুদ্ধটা আপাততঃ ভবিষ্যতের জন্য রেখে দাও। অদূর ভবিষ্যতে কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যে অপরিহার্য্য সংগ্রাম আরম্ভ হবে, সেই সংগ্রামে কৌরববাহিনীর নায়কত্ব গ্রহণ করে তুমি তোমার স্বোপার্জ্জিত বীরত্বের পরিচয় প্রদান কোরো বন্ধু!

কর্ণ। বন্ধু! বন্ধু!

(দুইজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন)

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[প্রান্তরে এক উদাসী গান গাহিয়া বেড়াইতেছে]

গান

আপন পথে চল্ ভোলা মন
আপন পথে চল্
মিথ্যা কেন মরিস্ ভেবে,
মিথ্যা চোখে জল।
একলা এলি এই ধরাতে
কেউ যাবে না তোমার সাথে,
দুর্য্যোগেরই দারুণ রাতে
কাঁদিস্‌নে কেবল ?
নিজের পথে এগিয়ে যারে—
ভাবিস্ কেন বারে বারে,
এই দুনিয়ায় ভয় কাহারে
(যখন) শ্রীহরি সম্বল।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বারণাবতের ভস্মীভূত জতুগৃহে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা]

যুধিষ্ঠির। দেখ—দেখ ভাই, আমাদের প্রাণরক্ষা হ'লেও পঞ্চনিষাদ জতুগৃহের অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে!

ভীম। তার সাথে এই দেখ দুর্য্যোধনের অনুচর পাপিষ্ঠ পুরোচনও পুড়ে মরেছে।

যুধিষ্ঠির। পুরোচন দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আদেশে আমাদের পুড়িয়ে মারতে এসেছিল, নিজের পাপে নিজে মরেছে—তার জন্যে দুঃখ নেই। কিন্তু এই পঞ্চনিষাদ! আহা নিরীহ বেচারারা। এদের হত্যাজনিত পাপ কি আমাদের স্পর্শ করবে না?

অর্জ্জুন। কেন করবে দাদা, ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর যখন আমরা কাঙালী ভোজন করাই, এরা সে কাঙালীর দলে ছিল বটে; কিন্তু ভোজনশেষে আর সবাই যখন চলে গেল, আমরা ভেবেছিলাম এরাও চলে গেছে। কে গেল আর কে রইলো, তার খোঁজ নেবার অবসর আমাদের ছিল না। ওদের বধে আমাদের পাপ হবে কেন? (ভীমকে) কি মধ্যমাগ্রজ? ক্রোধে ক্রমেই ফুলে উঠছেন যে? হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করে আবার নূতন কোন রাক্ষস সংহারে মনোনিবেশ করবার বাসনা উপস্থিত বুঝি? মাভৈঃ! বৃকোদর—মাভৈঃ! যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হ'তে হ'তে

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে যখন ভ্রাতৃরত্নদের নিয়ে কাম্যকবনে এসে পুরোচনের কবলে পড়ে জতুগৃহ হ'তে সুড়ঙ্গ-পথে সোজা হিড়িম্ব রাক্ষসের বনরাজ্যে প্রবেশ করতে হয়েছে, তখন বনবাসেরও আর অভাব হবে না—রাক্ষসেরও অপ্রতুল হবে না। শুধু একটি হিড়িম্ব কেন, আরও অনেক রাক্ষস ঐ বৃকোদরে ঠাঁই পেতে পারবে।

ভীম। আমি ভাব্‌ছি, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কথা। আমার ইচ্ছা হচ্ছে এখনি হস্তিনায় ফিরে যাই—নরাধমকে তার যোগ্য শাস্তি দেই।

যুধিষ্ঠির। না ভাই এখনি হস্তিনায় নয়। বনবাস আমাদের ললাটলিপি—আরো কিছুকাল বনে বনে ঘুরে শক্তিসঞ্চয় করে তবে আমরা হস্তিনায় ফির্‌বো। আজ হস্তিনায় বাস আর সসর্প পুরীতে বাস আমাদের পক্ষে একই কথা। জতুগৃহ আমাদের শুধু এই বারণাবতেই নয়, সমগ্র হস্তিনানগরী পাণ্ডবের কাছে আজ জতুগৃহ।

অর্জ্জুন। হাঁ—হস্তিনায় ফির্‌বো আমরা সেদিন—যেদিন শক্তি হবে আমাদের দুর্দ্ধর্ষ, সামর্থ্য হবে আমাদের অপরিমেয়।

নেপথ্যে ব্রাহ্মণ। রক্ষা কর, রক্ষা কর, কে আছ, রক্ষা কর—

অর্জ্জুন। কে ওখানে আর্ত্তনাদ কর্‌ছো—এদিকে এস। যে বিপদেই পড়ে থাক তুমি, আমরা তোমায় উদ্ধার কর্‌বো। এস বিপন্ন, এস আর্ত্ত, এদিকে এস—

(শশব্যস্তে ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। কে তোমরা দেবতা, আমার পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছো! রক্ষা কর—আমার পুত্রের প্রাণরক্ষা কর।

যুধিষ্ঠির। ব্রাহ্মণ! যদি কোন শত্রু কর্ত্তৃক আপনি আক্রান্ত হ'য়ে থাকেন, তাহ'লে আমাদের কাছে এসে একবার যখন পড়েছেন, তখন আর ভয় নেই, কোন ভয় নেই।

ব্রাহ্মণ। শুনুন মহাশয়, আমার বিপদের কাহিনী। বৎসর-খানেক পূর্ব্বে 'বক' নামক এক রাক্ষস এসে এই নগরে বাসা বেঁধেছে। প্রথমে সে নগরবাসীদের উপরে ভীষণ অত্যাচার করে। তার আক্রমণে গ্রামের অধিবাসীরা বিপন্ন হ'য়ে পড়ে—প্রতি রাত্রে শতাধিক লোক দুরাত্মার জঠরাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে। শেষে নগরবাসীরা রাক্ষসের সঙ্গে এই ব্যবস্থা করে যে, প্রতিদিন একজন মানুষ আর দুইটি মহিষ তাকে খেতে দেওয়া হবে। আজ আমার পুত্রের—চিরদুঃখী ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্রের পালা। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে পুত্রকে রাক্ষসের আবাসে পাঠাতে হবে—

যুধিষ্ঠির। এই যদি বিপদের কারণ হয়, তাহ'লে কোন ভয় নেই ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্রের পরিবর্ত্তে আমিই আজ রাক্ষসের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আত্মোৎসর্গ কর্‌বো।

অর্জ্জুন। পাণ্ডবের বংশভাগ্যধর! তুমি কেন যাবে দাদা, রাক্ষসের খাদ্য যোগাবো আমি।

নকুল। না—না, তোমরা নয়—আমায় ছেড়ে দাও ঐ রাক্ষসের মুখে। তুচ্ছ জীবন কারু উপকারে নিয়োজিত করতে

পারিনি, মৃত্যু দিয়ে যদি কারু হিতসাধন কর্‌তে পারি তো—সে আমার পরম সৌভাগ্য।

সহদেব। আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ, প্রাণ দিতে হয়, আমিই দেবো।

ভীম। বাঃ! তোমরা সকলেই দেখ্‌ছি আত্মদানের সুদীর্ঘ বক্তৃতা ঝেড়ে বস্‌লে। কিন্তু কতটুকু মাংস আছে তোমাদের দেহে, আর সে মাংসে রাক্ষসের ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে কি না, তা ভেবে দেখেছো? তোমরা কেউ নয়, 'বক' রাক্ষসের কাছে যাবো আমি, আমার এই মাংসল বপুখানি দেখে রাক্ষসের জিভ্‌ দিয়ে যে কতখানি লালা ঝরে পড়্‌বে, তা কল্পনা করেও যেন আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ছি! দ্বিরুক্তি কোরো না দাদা, এস ব্রাহ্মণ!

(ব্রাহ্মণকে লইয়া ভীমের প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। কি কর্‌লাম অর্জ্জুন! ভীমকে রাক্ষসের মুখে ঠেলে দিলাম!

অর্জ্জুন। চিন্তা কোরো না দাদা, মৃত্যুঞ্জয়ী ভীম রাক্ষসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে এখনই ফির্‌বে। ঐ শোন তোমার মহাবল ভাইএর হুঙ্কার—

নেপথ্যে ভীম। দুরাত্মা রাক্ষস! তোর সম্মুখে সাক্ষাৎ যম। সাধ্য থাকে যমের মাংসে ক্ষুধার নিবৃত্তি কর।

[নেপথ্যে রাক্ষসের হুঙ্কার ও পতন-শব্দ। ভীমের প্রবেশ]

ভীম। দাদা!

যুধিষ্ঠির। ভাই! ভাই!

———

তৃতীয় দৃশ্য

[দ্রুপদ নগরে স্বয়ম্বর সভা। উপরে ঘূর্ণ্যমান চক্রের উর্দ্ধে কাংস্য মৎস্য ; নীচে স্বর্ণপাত্রে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। মধ্যস্থলে দ্রুপদ রাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, একপাশে দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রমুখ রাজন্যবৃন্দ— অন্যপাশে ব্রাহ্মণগণ, তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণবেশে পঞ্চপাণ্ডব]

ধৃষ্টদ্যুম্ন। সমবেত রাজন্যমণ্ডলী! আপনারা উর্দ্ধে যে ঘূর্ণ্যমান চক্র দেখ্‌ছেন, ঐ চক্রের অন্তরালে একটি কাংস্যময় মৎস্য আছে। নিম্নস্থ স্বর্ণপাত্রের জলে ঐ মৎস্যের প্রতিবিম্ব রয়েছে। প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ্য রেখে দৃষ্টির বিপরীত দিকে তীর নিক্ষেপ করে যে বীর মৎস্যটি ভূপাতিত করতে পারবেন, আমার ভগিনী দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণাকে আমি তাঁরই করে অর্পণ করবো।

ব্রাহ্মণগণ। স্বস্তি! স্বস্তি!

দুর্য্যোধন। সমবেত রাজন্যবর্গের মধ্যে আমার আসন সকলের ওপরে। সুতরাং লক্ষ্যভেদে আমি সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হব। এতে আপনাদের কারু আপত্তি আছে?

ভীম। (যুধিষ্ঠিরকে) দাদা, তুমি অনুমতি দাও, এই স্বয়ম্বর সভাস্থলেই আমি দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে শাস্তি দেই—

যুধিষ্ঠির। (ভীমকে) ধৈর্য্য—ভাই, ধৈর্য্য!

দুর্য্যোধন। নিশ্চয়ই কারু আপত্তি নাই। তাহ'লে আমি লক্ষ্যভেদে অগ্রসর হই? দ্রুপদ রাজকুমার, তুমি তোমার

ভগ্নীকে পুষ্পমাল্য নিয়ে প্রস্তুত থাক্‌তে বল, ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজবংশের অবিসম্বাদী উত্তরাধিকারী মহাবীর দুর্য্যোধন আমি লক্ষ্যভেদ কর্‌ছি—

[ভীম আর একবার চঞ্চল হইয়া উঠিলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে
থামাইলেন। ওদিকে বলিতে বলিতেই দুর্য্যোধন
তীর ছুঁড়িল ; তাহার তীর লক্ষ্যের কাছ
দিয়াও গেল না]

ধৃষ্টদ্যুম্ন। আমার ভগিনী এখনও প্রস্তুত হ'তে পারেন নি, বীরবর দুর্য্যোধন। এবারে কে লক্ষ্যভেদে অগ্রসর হবেন? চেদীরাজ শিশুপাল! মগধরাজ জরাসন্ধ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ! মদ্ররাজ শল্য! প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপ ভগদত্ত!

[ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম ধরিয়া ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে একে একে
রাজগণ উঠিতে ও লক্ষ্যভেদে অসাফল্যের পরিচয়
দিয়া অবনত মস্তকে বসিতে লাগিলেন]

ধৃষ্টদ্যুম্ন। রাজন্যবৃন্দের বাহুতে কি বল নেই? তাঁদের মধ্যে কি এমন একজনও নেই, যিনি লক্ষ্যভেদে সাফল্য অর্জ্জন করে আমার ভগ্নীর পাণিগ্রহণ-যোগ্য বলে নিজেকে প্রতিপন্ন কর্‌তে পারেন?

কর্ণ। আছে—অবশ্যই আছে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। কে সেই মহাধনুর্দ্ধর?

কর্ণ। আমি—অঙ্গরাজ কর্ণ। লক্ষ্যভেদের উদ্দেশ্যে আমিই এই ধনুক ধারণ কর্‌লাম।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধনুক ধারণ পর্য্যন্ত। তার বেশী কিছু কর্‌বেন

না অঙ্গরাজ! দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ ব াল্যে যেমন গোবর্দ্ধন ধারণ করেছিলেন, আপনিও তেমনি ধনুক ধারণ করে থাকুন।

কর্ণ। এ ব্যঙ্গোক্তির মর্ম্ম কি দ্রুপদ-নন্দন? আপনার কি ধারণা যে লক্ষ্যবিদ্ধ কর্‌তে আমি ঐ রাজন্যবৃন্দের মতোই অক্ষম হব?

ধৃষ্টদ্যুম্ন। না, বরং আমার বিশ্বাস আছে, এ সভাস্থলে লক্ষ্যবিদ্ধ কর্‌তে আপনি একাই পারবেন। কিন্তু তথাপি—

কর্ণ। তথাপি—? তথাপি কি কুমার?

ধৃষ্টদ্যুম্ন। তথাপি আমি আপনাকে লক্ষ্যভেদ কর্‌তে নিষেধ করি। কারণ—লক্ষ্যভেদ আপনার পক্ষে অনাবশ্যক। আমার ভগিনী বংশ-পরিচয়হীনের স্বয়ম্বরা হ'তে অসম্মতা।

[গভীর নৈরাশ্যে ও দারুণ মনস্তাপে কর্ণ বসিয়া পড়িলেন। অগ্রসর হইলেন ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন]

দুর্য্যোধন। কে এ বাতুল ব্রাহ্মণ? ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজগণ যে কার্য্যে অক্ষম, কী স্পর্দ্ধা এর সেই কার্য্যে অগ্রসর হয়?

ধৃষ্টদ্যুম্ন। ক্ষমতা অক্ষমতার কথা কার্য্যের পরে, পূর্ব্বে নয়।

দুর্য্যোধন। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ—

ধৃষ্টদ্যুম্ন। ক্ষত্রিয়কন্যা ব্রাহ্মণের বিবাহযোগ্যা। ব্রাহ্মণ, আপনি অগ্রসর হউন।

[অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িল]

ধৃষ্টদ্যুম্ন। (নতজানু হইয়া) ব্রাহ্মণ!

অর্জ্জুন। ব্রাহ্মণ নই, আমি পাণ্ডুবংশধর—আমি অর্জ্জুন।

[চারিদিকে জয়ধ্বনি। জয়—মহাবীর অর্জ্জুনের জয়!!]

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অঙ্গরাজ কর্ণের প্রাসাদ-সম্মুখ, কর্ণ ও ব্রাহ্মণ]

কর্ণ। বলুন ব্রাহ্মণ, কি আপনার প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণ। একাদশী করেছি—পারণ কর্‌বো। রুচিকর খাদ্য ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা নাই মহারাজ!

কর্ণ। শুধু এই। অঙ্গ-রাজপ্রাসাদে সুখাদ্যের অভাব নেই। বলুন ব্রাহ্মণ, আপনার অভিরুচি অনুযায়ী খাদ্যের বন্দোবস্ত করি।

ব্রাহ্মণ। বহুদিন মাংস ভক্ষণ করিনি—সাধ হয়েছে, সুকোমল মাংস আস্বাদনে রসনা পরিতৃপ্ত কর্‌বো।

কর্ণ। এই কথা! এই দণ্ডে আমি আপনার জন্য সুস্বাদু মাংসের ব্যবস্থা কর্‌ছি। বলুন, কি মাংসে আপনার অভিরুচি—ছাগ, মেষ, মৃগ—

ব্রাহ্মণ। ছাগমাংস, মৃগমাংস তো অতি সুলভ। তার জন্য মহারাজের শরণাপন্ন হব কেন? আমার অভিপ্রায়—

কর্ণ। কি আপনার অভিপ্রায়? বলুন—বলুন—

ব্রাহ্মণ। আশঙ্কা হয় মহারাজ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ কর্‌তে পার্‌বেন না—

কর্ণ। সে কি ব্রাহ্মণ? আপনি কি জানেন না যে অঙ্গরাজ কর্ণের আতিথেয়তা পৃথিবীখ্যাত! কর্ণের দানশীলতা ভুবন-বিশ্রুত! তবে কেন এমন কথা বল্‌ছেন?

ব্রাহ্মণ। আর কিছুরই জন্য নয় মহারাজ, আমার ক্ষুধা কিছু তীব্র—রসনার আস্বাদন-বাসনাও কিছু উগ্র। ছাগমাংসে, মেষমাংসে আমার রুচি নেই মহারাজ, মৃগমাংসেও নয়। আমার বাসনা নরমাংস ভক্ষণ—

কর্ণ। নরমাংস—নরমাংস আপনার কাম্য! স্বীকার কর্‌তেই হবে ব্রাহ্মণ, ভোজন-প্রণালী আপনার কিছু উদ্ভট। নইলে নরমাংস—

ব্রাহ্মণ। বুঝেছি দাতা-শ্রেষ্ঠ, আপনার গৃহে আমার আহার্য্য মিল্‌বে না। আমি স্থানান্তরে যাই—

কর্ণ। কৃপা কর—কৃপা কর—ব্রাহ্মণ, প্রার্থিত বস্তুতে বিমুখ হয়ে কর্ণের গৃহদ্বার পরিত্যাগ কোরো না—আমার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক রটনা কোরো না। আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌বো—নরমাংস ভক্ষণ করাবো—আমার এই বলিষ্ঠ দেহে অনেক মাংস আছে, নরমাংসলোলুপ ব্রাহ্মণ! আপনার সেবায় আমি আমার এ দেহ উৎসর্গ কর্‌বো।

ব্রাহ্মণ। হুঁ। তুমি তো উৎসর্গ কর্‌বে তোমার ঐ দেহ। কিন্তু শুনি দানবীর, তোমার ঐ বলিষ্ঠ দেহে কি ভক্ষণযোগ্য মাংস আছে? না—আছে সেথায় অভক্ষ্য, অখাদ্য লৌহপিণ্ড? আমি চাই শিশুমাংস।

[কর্ণপুত্র বৃষকেতুর প্রবেশ]

বৃষকেতু। বাবা! বাবা!

কর্ণ। কি বৃষকেতু!

বৃষকেতু। মায়ের কোলে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম ; সে বড় ভীষণ স্বপ্ন ! স্বপ্ন কি কখনো সত্য হয় বাবা ?

কর্ণ। কখনো কখনো হয় বৈকি বৃষকেতু !

বৃষকেতু। স্বপ্নে দেখ্‌ছিলাম এক রাক্ষস এসেছে—এসে আমায় খেতে চাইছে। মার কাছে গেলাম—মা আমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেন না ! তোমার কাছে এলাম—তুমিও যেন পার্‌লে না ! তারপর কি যে দেখ্‌লাম—কিছুই আর মনে নেই। শেষে কি রাক্ষস তোমার কাছ থেকেই আমায় কেড়ে নিলে বাবা ?

কর্ণ। ব্রাহ্মণ !

ব্রাহ্মণ। রাজপুত্রের স্বপ্নই সত্য মহারাজ, আপনার এই পুত্রটিই আমার প্রার্থিত মাংস যোগাতে পার্‌বে। (দেখিয়া) হাঁ, এই বটে। নবনীর মত কোমল এর দেহ, উত্তমরূপে রন্ধন কর্‌লে সুখাদ্য হবে—

কর্ণ। ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ ! তুমি কি রাক্ষস ? এই অবোধ শিশুর দেহমাংসই কি তোমার কাম্য ?

ব্রাহ্মণ। কেন নয় মহারাজ ? আমি যে ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ—একাদশী করেছি, পারণ কর্‌বো—নরমাংসে, এই শিশুর কোমল মাংসে রসনা পরিতৃপ্ত করবো। এত যে বিচলিত দেখ্‌ছি ? বুঝেছি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে পার্‌বে না তুমি ; কি কর্‌বো বল, আমারই দুর্ভাগ্য—নইলে দানবীর কর্ণের কাছে এসে প্রার্থিত বস্তুতে বঞ্চিত হয়ে ফিরে যেতে হয় ! সমুদ্র বিরাট—কিন্তু তৃষ্ণার্ত্তের জন্য এক ফোঁটা জল সেথায় মিলে না।

কর্ণ। মিল্‌বে ব্রাহ্মণ, মিল্‌বে। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে আমি স্বহস্তে পুত্রবলি দেবো, পুত্রের মাংস তোমায় খাওয়াব। খাবে এস—খাবে এস—

[বৃষকেতুকে ডাকিয়া লইয়া এবং ব্রাহ্মণকে পথ দেখাইয়া কর্ণের প্রস্থান। নাগরিকগণের প্রবেশ]

প্রথম। তুই দেখেছিস—তার তিনটে পা?

দ্বিতীয়। শুধু কি তাই? মাথার উপরে দু'টো শিঙ।

প্রথম। আর দাঁত দু'টো?

দ্বিতীয়। এই মূলোর মতো—

প্রথম। কান দু'টো বুঝি কুলোর মতো?

দ্বিতীয়। তা আর নয়? মূলোর মতো দাঁত হ'ল আর কুলোর মতো কান হবে না?

প্রথম। আর মাথাটা?

দ্বিতীয়। সে ঐ পেটের ভেতরে সেঁধোনো।

প্রথম। দূর্ হতভাগা! মাথাটা যদি পেটের ভেতরে সেঁধোনো হ'ল, তাহ'লে তুই তার মূলোর মত দাঁত আর কুলোর মতো কান দেখ্‌লি কি করে?

দ্বিতীয়। ওঃ—তাও তো বটে। তাহ'লে—গ্যাখ্, মাথাটা তার পেটের ভেতর নয়, পায়ের ওপর—

প্রথম। আর হাত দু'টি বুঝি নীচে ঝুলছে। দূরে ঐ খস্‌খস্ শব্দ শুন্‌ছিস্ না? নিশ্চয় রাক্ষস আসছে। রাজা, রাণী আর রাজপুত্রকে খেয়ে হয়তো তার পেট ভরে নি; তাই

আমাদেরও—বুঝলি কিনা—সে তো নেহাৎ অসম্ভব নয়। আয় এই বেলা লম্বা দেই—ও বাবা!

[দ্বিতীয় নাগরিক দৌড়িয়া পলাইল। প্রথম নাগরিক পলাইতেছিল—
এমন সময় সেই পথে তৃতীয় নাগরিক প্রবেশ করিতে দু'জনেই
দু'জনকে রাক্ষস মনে করিয়া—"আমাকে নয়, দোহাই
বাবা—আমাকে নয়" বলিয়া চীৎকার করিতে
লাগিল। শেষে—]

প্রথম। ওঃ—আমাদের পঞ্চু?

তৃতীয়। আরে খুড়ো?

[দু'জনেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল]

তৃতীয়। তা খুড়ো, তিনি গেলেন কোথায়?

প্রথম। (হাঁপানি থামিলে) তিনি? তিনি গেছেন ঐ রাজবাড়ী।

তৃতীয়। কটাকে সাবাড় কর্‌লে?

প্রথম। সব-ক'টাকে।

তৃতীয়। অর্থাৎ?

প্রথম। অর্থাৎ? তবে শোন্—প্রথমে মহারাজ, তারপর রাণী-মা, তারপর রাজকুমার বৃষকেতু, তারপর কনিষ্ঠ রাজকুমার বৃষসেন, তারপর—

তৃতীয়। তারপর প্রাসাদের যে যেখানে আছে সব; মায় রাজার অন্দর দেউড়ির দ্বারপাল রামধনকে। (চীৎকার) ওরে রামধন রে! ওরে আমার বাছা রে!

প্রথম। রামধন আবার তোর কিছু হয় নাকি পঞ্চু?

তৃতীয়। হয় না? সে যে আমার ভাগ্নে-বৌয়ের মামাতো ভাইএর জ্যাঠ্‌তুত শ্বশুর! আহা, বড় ভালো লোক ছিল। ওরে রামধন রে!

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান

প্রথম। চেঁচাতে চেঁচাতে পঞ্চু তো জানিয়ে দিচ্ছে, রাজবাড়ীতে ওর একজন আপনার লোক ছিল। কিন্তু আমি কি করি? যাই—রাজবাড়ীর সদর-দেউড়ির দ্বারপালের নামটা জেনে নিয়ে তারই জন্যে কাঁদতে বসিগে। যদি তার নাম লক্ষ্মণধন হয়, তাহ'লে—(চীৎকার) ওরে আমার লক্ষ্মণধন রে!

[গাহিতে গাহিতে বৃষকেতুর প্রবেশ]

গান

আমি যখন ঘুমের ঘোরে
পড়েছিলাম ঢোলে—
মোহন বেশে কে ভাই এসে
আমায় নিলে কোলে?
চুম্ দিয়ে ভাই ঘুম পাড়ালে
আমার কাছে আসি'—
স্বপন মাঝে শুনতে পেলাম
প্রাণ-মাতানো বাঁশী।

[কর্ণের প্রবেশ]

কর্ণ। বৃষকেতু! আমার বৃষকেতু! বেঁচে আছ—বেঁচে আছ বাবা!

[শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব]

শ্রীকৃষ্ণ। বিস্মিত হোয়ো না কর্ণ, সত্যই বৃষকেতু জীবিত। দানশীলতার পরীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে আমি তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম ব্রাহ্মণের বেশে। অতিথির প্রীতির জন্য পুত্র উৎসর্গ করে দানশীলতার যে মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত কর্‌লে আজ, যুগে যুগে লোকে তোমার এ সৎ দৃষ্টান্ত স্মরণ করবে। আর আজ হ'তে ত্রিভুবনে তুমি "দাতাকর্ণ" বলে পরিচিত হবে।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

[খাণ্ডব বনের এক প্রান্তে অর্জ্জুন ও অগ্নি]

অর্জ্জুন। কে আপনি ব্রাহ্মণ, কি আপনার কাম্য ?

অগ্নি। আমি ক্ষুধার্ত্ত। অভিপ্রেত ভোজ্যদ্রব্যে আমায় তৃপ্ত কর।

অর্জ্জুন। সাধ্য হ'লে অন্যথা কর্‌বো না ব্রাহ্মণ! কি খাদ্য আপনার বাঞ্ছিত ?

অগ্নি। এই অরণ্য।

অর্জ্জুন। এ অরণ্য আপনার খাদ্য! সে কি ?

অগ্নি। হ্যাঁ বৎস, এই খাণ্ডব বনই আমার খাদ্য। বিস্মিত হোয়ো না—আমি বৈশ্বানর। (অর্জ্জুনের প্রণাম) শ্বেতকেতু

রাজা দ্বাদশ বৎসর ধরে যে যজ্ঞ করেছেন, সেই যজ্ঞের হবিঃ খেয়ে উদরে আমার অগ্নিমান্দ্য রোগ জন্মেছে। সেই অগ্নিমান্দ্য হ'তে রক্ষা পাবার জন্যেই আমি খাণ্ডব বন খেতে চাই।

অর্জ্জুন। এ আর বেশী কথা কি! এখনি আমি অগ্নিবাণে খাণ্ডব বন দগ্ধ করে দিচ্ছি।

অগ্নি। যত সহজ মনে কর্‌ছো তত সহজ নয়। এই বনে যুগ যুগ ধরে ভীষণ জীবসমূহের বাস। হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ, ভীষণাকার সর্পসমূহ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর সৃষ্টির আদিকাল হ'তে এখানে বাস কর্‌ছে—আমি এ বনে অগ্নিসংযোগ কর্‌তে গেলে তারা বার বার বাধা দিয়েছে।

অর্জ্জুন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন প্রভু, তাদের সকলের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি খাণ্ডব বন দগ্ধ কর্‌বো। শুধু মাত্র যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের অপেক্ষা—

[বরুণের প্রবেশ]

বরুণ। যুদ্ধোপকরণের জন্য ভাব্‌তে হবে না। আমি তোমাকে অস্ত্রশস্ত্র আর রথ দেবো।

অর্জ্জুন। আপনি!

বরুণ। হাঁ, আমি। এই নাও পার্থ অক্ষয়তূণ আর গাণ্ডীব। এ গাণ্ডীব দেবগণেরও পূজিত—সকল অস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আর এই অক্ষয়তূণ শ্রেষ্ঠতম বাণসমূহের আকর। আর ঐ দেখ, তোমার জন্য প্রস্তুত আমার চন্দ্রদত্ত রথ—পবনগতি চারিটি শ্বেত অশ্ব যার বাহন, কপি যার ধ্বজায়।

অগ্নি। যাও ফাল্গুনী, গাণ্ডীব হাতে, অক্ষয়তূণ পৃষ্ঠে কপিধ্বজ চন্দ্রদত্ত রথে চড়ে খাণ্ডবদাহনে অগ্রসর হও।

[অগ্নি ও বরুণকে প্রণাম করিয়া এক দিক দিয়া অর্জ্জুনের এবং অপর দিক দিয়া অগ্নি ও বরুণের প্রস্থান। দেখিতে দেখিতে দাউ দাউ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল]

নেপথ্যে অর্জ্জুন। গগনচুম্বী অগ্নিশিখা! প্রলয়-গর্জ্জনে গর্জ্জে ওঠ। হিংস্রজন্তু-সমাকুল অরণ্য তোমার দীপ্তিশিখায় দগ্ধ হো'ক—ভস্ম হো'ক—

[দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ]

ইন্দ্র। নিবৃত্ত হও পার্থ, খাণ্ডব বন আমার অধিকৃত। এ বন দগ্ধ করে আমার আশ্রিত জীবকুলের মৃত্যুর কারণ হোয়ো না।

[অর্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ]

অর্জ্জুন। ক্ষমা করবেন দেবরাজ, হিংস্রজন্তুগুলিকে আশ্রয় দিয়ে আপনি লোকসমাজের যে ঘোর অনিষ্ট সাধন করেছেন তার প্রায়শ্চিত্তের কিছু অবসর আপনাকে দেবোই আমি আজ অরণ্য দগ্ধ করতে আমি কৃতসঙ্কল্প।

ইন্দ্র। আমার আদেশেও কি তুমি নিবৃত্ত হবে না?

অর্জ্জুন। অসম্ভব দেবরাজ! আমার বাণমুখে যে কালাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, তার প্রতিসংহার অসম্ভব।

ইন্দ্র। তবে দেখ অহঙ্কারী, তোমার চেষ্টা ব্যর্থ করতে পারি কিনা দেখ।

[ইন্দ্র চলিয়া গেলেন। ক্ষণকালমধ্যে চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন হইল ও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল]

অর্জ্জুন। হে কালাগ্নি বাণ! মুহূর্ত্ত-মধ্যে বৃষ্টির ধারা শুষ্ক বাষ্পে পরিণত কর। বাণ! মেঘের আবরণ ছিন্ন কর—

[দেখিতে দেখিতে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল]

অর্জ্জুন। তোমার চেষ্টা ব্যর্থ। অন্তরীক্ষ হ'তে প্রত্যক্ষ কর। একী! তুমি পলায়নপর? ছিঃ পুরন্দর! ছি!

[গরুড়ের প্রবেশ]

গরুড়। সাবধান অর্জ্জুন! আমার বংশনাশে উদ্যত মদগর্ব্বী পাণ্ডুপুত্র—সাবধান!

অর্জ্জুন। অপরকে সাবধান করবার আগে নিজে সাবধান হও বৈনতেয়! আমার এই ব্রহ্মশির বাণের তেজ সহ্য করে তবে আবার সাবধান-বাণী উচ্চারণ কর—

[অর্জ্জুনের বাণ নিক্ষেপ—গরুড়ের পলায়ন]

অর্জ্জুন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! (যক্ষকে দেখিয়া) কে আবার! যক্ষ? পরিত্রাণ নাই—পরিত্রাণ নাই! পিশাচ, দগ্ধ হও—কিন্নর-কিন্নরী, বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী! দগ্ধ হও—দগ্ধ হও—

নেপথ্যে অশ্বসেন। মা! মা! বড় জ্বালা, আগুনের বড় জ্বালা।

অর্জ্জুন। তক্ষকপুত্র অশ্বসেন! দগ্ধ হও—দগ্ধ হও—

[অর্জ্জুনের প্রস্থান, অশ্বসেনের প্রবেশ]

অশ্বসেন। পার্‌লে না—পার্‌লে না অর্জ্জুন, দুঃখিনী মায়ের প্রাণসংহার কর্‌লেও তোমার বাণাগ্নিতে আমাকে দগ্ধ কর্‌তে পার্‌লে না! নাগকুলের মধ্যে একা আমিই বেঁচে রইলুম বটে,

কিন্তু আমারই বিক্রম একদিন তুমি প্রত্যক্ষ কোরো ফাল্গুনী। প্রতিহিংসা চাই—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—

[অশ্বসেনের প্রস্থান

[অর্জ্জুনের পুনরায় প্রবেশ]

অর্জ্জুন। তক্ষকপুত্র পালায়! বাণ! তুমি চারিদিক ঘিরে ফেল—একটি মাত্র প্রাণীও যেন নিস্তার পায় না—

[বেগে ময়-দানবের প্রবেশ]

ময়। রক্ষা কর, আমার প্রাণরক্ষা কর অর্জ্জুন! আমি খাণ্ডবারণ্যের অধিবাসী নই—কার্য্যোপলক্ষে তক্ষকগৃহে অতিথি হয়েছিলাম মাত্র। আমি তোমার আশ্রিত—আশ্রিতকে আশ্রয়দানে বিমুখ কোরো না।

অর্জ্জুন। আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছো ময়-দানব, তোমায় আমি অভয় দিলাম। তুমি যথা ইচ্ছা চলে যেতে পার।

ময়। আমার প্রাণরক্ষক! আমার দেবতা! তোমার কোন উপকার করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌তে চাই। কি কর্‌বো আদেশ দাও।

অর্জ্জুন। কি তোমার সাধ্য তাই বল—

ময়। আমি বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার শিষ্য। প্রাসাদ নির্ম্মাণে দক্ষ। আদেশ কর—

অর্জ্জুন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাও। তাঁর আদেশ নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রাসাদময় এক নগর নির্ম্মাণ কর। নির্ম্মিত হলে আমরা রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করবো।

[প্রণাম করিয়া ময়-দানবের প্রস্থান]

বিস্তৃত বন দগ্ধ হয়েছে। অবশিষ্ট আছে ঐ শমীবৃক্ষ। বাণাগ্নি! শমীবৃক্ষ দগ্ধ কর—

[মন্দপাল ঋষির প্রবেশ]

মন্দপাল। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও অর্জ্জুন—বিরাট খাণ্ডবারণ্যে একটি মাত্র বৃক্ষ অবশিষ্ট, ঐ বৃক্ষটি অগ্নিতে দগ্ধ কোরো না।

অর্জ্জুন। কে আপনি মহাপুরুষ?

মন্দপাল। আমি ঋষি মন্দপাল। তপঃসিদ্ধ হয়ে স্বর্গারোহণ করেছিলাম, বংশরক্ষা হেতু পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করেছি। মনুষ্যবংশ পাপের আকর, তাই পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তোমার বাণাগ্নিতে প্রাণত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে যাচ্ছি। ভিক্ষা—অর্জ্জুন, ভিক্ষা,—শমীবৃক্ষ তুমি দগ্ধ কোরো না। চারিটি বিহগশিশু ঐ বৃক্ষে—আমার পুণ্যে তাদের প্রাণভিক্ষা দাও।

অর্জ্জুন। তাই হোক্ ঋষি, ঐ শমীবৃক্ষ অক্ষুণ্ন রেখেই আমি আমার বাণাগ্নি প্রতিসংহার করছি।

মন্দপাল। জয় হোক্ বাবা!

[মন্দপাল ঋষির প্রস্থান

অর্জ্জুন। বৈশ্বানর!

[অগ্নির পুনঃ প্রবেশ]

এবার বাণাগ্নি প্রতিসংহার করি? বলুন, আপনি তৃপ্ত?

অগ্নি। আমি তৃপ্ত—অর্জ্জুন, আমি তৃপ্ত। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি—রণে তুমি অপরাজেয় হও। শরনিক্ষেপে দক্ষিণ ও বাম হস্তে তুমি হবে সমশক্তিধর—সব্যসাচী।

তৃতীয় দৃশ্য

[হেমন্ত পর্ব্বতে কিরাতবেশী মহাদেব ও অর্জ্জুন]

মহাদেব। এই বীর তুমি! পরের শিকারকে নিজের বলে দাবী কর্‌তে লজ্জাবোধ কর না!

অর্জ্জুন। সাবধান বন্য শৃগাল! সিংহের শিকার অধিকার কর্‌বার দুশ্চেষ্টায় বিপদের জালে নিজেকে আবদ্ধ কোরো না।

মহাদেব। যদি করি, কি কর্‌বে?

অর্জ্জুন। হত্যা কর্‌বো—

মহাদেব। কি দিয়ে?

অর্জ্জুন। আমার এই তীক্ষ্ণ অস্ত্রে।

মহাদেব। অস্ত্রে আমায় কাট্‌তে পারবে? পরীক্ষা করে দেখ!

অর্জ্জুন। মিথ্যা কেন প্রাণ দেবে কিরাত, মানে মানে আমার শিকার ছেড়ে দাও। বরাহের আশা পরিত্যাগ করে বনের জীব বনে চলে যাও—

মহাদেব। যতই বল, শিকার না নিয়ে আমি ফির্‌ছি না।

অর্জ্জুন। তবে দেখ—

[অর্জ্জুন তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন; তীর মহাদেবের
গায়ে ঠেকিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল]

অর্জ্জুন। কি আশ্চর্য্য! তীর তোমাকে বিদ্ধ কর্‌তে পার্‌লে

না। তুমি কি মানুষ—না, দেবতা? যেই হও তুমি, আমার হাতে তোমার নিস্তার নাই।

[আবার কিছুক্ষণ তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন]

আশ্চর্য্য! অক্ষয়তূণের সব তীর পরীক্ষা কর্‌লুম, কোনটিই এই ব্যাধের অঙ্গ বিদ্ধ কর্‌তে পারলে না। আবার হাস্‌ছো! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরের বীরত্ব উপেক্ষা করে নীরব—নিশ্চেষ্ট দাঁড়িয়ে হাস্‌ছো! যদি তীরে বিদ্ধ কর্‌তে না পারি—আমার তরবারি?

[তরবারির আঘাত। তরবারি ভূপতিত]

তরবারিও প্রতিহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল! তবে বর্শা—(বর্শা নিক্ষেপ) বর্শাও চূর্ণ হয়ে গেল। তবে—তবে আয় তোকে এই গাণ্ডীবের প্রহারে জর্জ্জরিত করি—

[গাণ্ডীব দিয়া আঘাত করিলে মহাদেব হাসিয়া গাণ্ডীব কাড়িয়া লইলেন]

গাণ্ডীব কেড়ে নিলে! কে তুমি মহাশক্তিধর! দাঁড়াও—শিবপূজা করে শিবের কাছে বর প্রার্থনা করে পাশুপত ভিক্ষা নিয়ে তবে তোমাকে পরাজিত কর্‌বো।

[অর্জ্জুন শিবপূজায় বসিলেন; মহাদেব হাসিতে লাগিলেন; অর্জ্জুন শিবলিঙ্গের উপরে মালা বসাইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন]

"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং॥
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকীর্ত্তি বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজংনিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥"

আমার ধ্যানস্থ শিবমূর্ত্তি আর কিরাত অভিন্ন! আর কেন ছলনা দেবাদিদেব? অধীনের সকল অপরাধ ক্ষমা করে প্রসন্ন-নেত্রে দৃষ্টিপাত করুন।

মহাদেব। বৎস অর্জ্জুন! তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। এই নাও তোমার গাণ্ডীব, আর এই নাও তোমার অভিপ্রেত পাশুপত অস্ত্র। ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবেরাদি দেবগণেরও নিকট দুর্লভ এই পাশুপত অস্ত্রের ব্যবহার, আমি ভিন্ন আর কেউ জানে না। এই অস্ত্রে বলী হয়ে মনুষ্যমধ্যে "বিজয়ী" বলে পরিচিত হও।

চতুর্থ দৃশ্য

[প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের ভগ্নী ভানুমতীর স্বয়ম্বর-সভা। হস্তিনার রাজা দুর্য্যোধন, অঙ্গরাজ কর্ণ, কলিঙ্গ, মৎস্য, পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশের রাজন্যবৃন্দ, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও ভগদত্ত]

ভগদত্ত। বহুবিশ্রুত বীরেন্দ্রবৃন্দ! লক্ষ্যভেদ করে যিনি শস্ত্রনৈপুণ্যের পরিচয়-প্রদান করতে পারবেন, তিনিই আমার ভগ্নী কুমারী ভানুমতীর পাণিগ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হবেন। যাঁর সে সামর্থ্য আছে, তিনি অগ্রসর হোন। হস্তিনাপুরের অধিপতি ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন! একি! নিশ্চেষ্ট বসে আছেন! আপনি তবে লক্ষ্যভেদে অগ্রসর হবেন না?

ভীম। দ্রুপদরাজনন্দিনীর স্বয়ম্বর-সভায় লক্ষ্যভেদে অসাফল্যের কথা নিশ্চয়ই দুর্য্যোধন এখনো বিস্মৃত হয়নি। তাই আর একবার অপদার্থ প্রমাণিত হ'তে সে অসম্মত। আপনি অন্য কোন বীরকে আহ্বান করুন মহারাজ ভগদত্ত।

ভগদত্ত। কলিঙ্গরাজ! পাঞ্চাল রাজকুমার! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ! মৎস্যরাজ! কাশীরাজ! কোশলাধিপ! কেউ আপনারা অগ্রসর হচ্ছেন না? অঙ্গরাজ কর্ণ!

[কর্ণ অগ্রসর হইতেছিলেন ; তাঁহাকে সুযোগ না দিয়া অর্জ্জুন পূর্ব্বেই মঞ্চের উপরে দণ্ডায়মান হইলেন]

ভগদত্ত। এক কুমারীর বহুপতিত্ব আমরা ঘৃণা করি। সুতরাং হে পাণ্ডব—

অর্জ্জুন। দ্বারকার রাজকুমারী সুভদ্রাকে বাহুবলে গ্রহণ করে আমি একাই পত্নীরূপে বরণ করেছি। তা'ছাড়া নাগকন্যা উলুপী, আর হে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুররাজ! আপনারই নিকট-প্রতিবেশী মণিপুর-রাজ্যের বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদাও একক আমারই পত্নী। লক্ষ্যভেদে সক্ষম হ'লে আপনারই অভিপ্রায়ানুযায়ী আপনার ভগ্নীকে আমিই বিবাহ কর্‌বো, তিনি একা আমারই পত্নী হবেন—পঞ্চপাণ্ডবের নয়।

ভগদত্ত। কিন্তু আপনি কোন্ জনপদের অধিপতি, তা জান্‌তে পারি কি মহাশয়?

অর্জ্জুন। আমি নিজে কোনো রাজ্যের রাজা নই বটে, কিন্তু আমি এক মহান্ রাজার প্রতিনিধি।

ভগদত্ত। (ব্যঙ্গস্বরে) কে সেই মহান্ রাজা?

অর্জ্জুন। ইন্দ্রপ্রস্থের অধিরাজ যুধিষ্ঠির।

ভগদত্ত। যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির আবার রাজা! রাজাই যদি হবে সে, তাহ'লে মাতা, পত্নী আর ভাইদের নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ায় কেন? বীরবর, বীরত্বপ্রদর্শন স্থগিত রেখে আসন গ্রহণ করুন! হস্তিনার রাজসভায় দ্রৌপদীর অপমানের কথা যার স্মরণ আছে, সে কখনো পাণ্ডবকে কন্যাদান কর্‌বে না।

[অর্জ্জুন বসিয়া পড়িলেন

অঙ্গরাজ কর্ণ!

[কর্ণ উঠিয়া ধনুক হাতে লইলেন]

কর্ণ। প্রত্যক্ষ করুন বীরবৃন্দ! আমি লক্ষ্যভেদ কর্‌ছি। চিরারাধ্য সূর্য্যদেব! তুমি আমার দৃষ্টি প্রসারিত কর। তোমার কৃপায় এই তীর সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে লক্ষ্যে বিদ্ধ হোক্—

[সকলে বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল—তীর গিয়া লক্ষ্যস্থলে বিদ্ধ হইয়াছে]

ভগদত্ত। ধন্য—ধন্য তুমি অঙ্গরাজ কর্ণ! ভানুমতী আজ হ'তে তোমার—

কর্ণ। আমার নয়, আমার নয় মহারাজ—(দুর্য্যোধনকে টানিয়া আনিয়া) আমার পরম বন্ধু হস্তিনাপুরাধিপতি এই মহারাজ দুর্য্যোধনের ধর্ম্মপত্নী হবেন আপনার ভগ্নী।

ভগদত্ত। ধন্য—শতধন্য তুমি কর্ণ! তোমার বন্ধুবাৎসল্য তোমার দানশীলতার মতোই বিশ্ববিশ্রুত হয়ে থাকবে। নরকুলমধ্যে তুমি নরোত্তম।

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সূর্য্যপূজায় নিরত কর্ণ]

কর্ণ। (ধ্যান)—

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥

দিবাকর! কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামে জয়লাভ কামনা করে তোমার কাছে বর প্রার্থনা করি! বর দাও দেবতা!

[সূর্যের আবির্ভাব ও ভবিষ্যদ্বাণী]

বাণী। বৎস কর্ণ! চিরদিন আমি তোমার হিতার্থী। তোমাকে তোমার অভিপ্রেত বর প্রদান কর্‌ছি—কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামে তুমি অজেয় হবে।

কর্ণ। (প্রণাম)—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

[সূর্য্যদেবের অন্তর্দ্ধান]

কর্ণ। দেবতা! দেবতা! ভক্তের প্রতি তোমার এতই করুণা! (উদ্দেশে) দুর্য্যোধন! আর ভয় নাই। ভগবান

ভাস্করের বলে আমি অজেয়—কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামে আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত ?—কে ?

[প্রতিবিন্ধ্যের প্রবেশ]

প্রতিবিন্ধ্য। আমি প্রতিবিন্ধ্য।

কর্ণ। যুধিষ্ঠিরের পুত্র ? আমার কাছে যে অকস্মাৎ ?

প্রতিবিন্ধ্য। পিতামহী কুন্তীদেবী আমায় পাঠিয়েছেন—আপনার কাছে তাঁর কি প্রার্থনা আছে, তাই চেয়ে নিতে।

কর্ণ। আমার কাছে কুন্তীদেবীর প্রার্থনা! তিনি পঞ্চ-পাণ্ডবের জননী—আমার মতো দীন ব্যক্তির কাছে তাঁর কি প্রার্থনা থাক্‌তে পারে ? যাঁর শিব-সাধনার জন্য ধন জয় করে এনে দিয়ে অর্জ্জুন ধনঞ্জয়, সেই মহামহিমান্বিতা ধনঞ্জয়-জননী—দীনহীন সূতপুত্রের কাছে—বংশ-পরিচয়হীন বর্ব্বরের কাছে তাঁর কি প্রার্থনা থাকৃতে পারে পাণ্ডব বংশ-ভাগ্যধর ?

প্রতিবিন্ধ্য। আপনি যদি বলেন যে প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না, সত্যাশ্রয়ী আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন, তবেই আমি পিতামহী দেবীর প্রার্থনা আপনাকে নিবেদন করতে পারি।

কর্ণ। চতুরা পাণ্ডব-জননী জানেন—আমি দাতাকর্ণ, কিছুই আমার অদেয় নেই—কারো কোনো প্রার্থনাই আমার কাছে অপূর্ণ থাক্‌বে না! কিন্তু তথাপি—তথাপি পাণ্ডু-বংশধর! আমি জান্‌তে চাই কি ভাবে কোন্ রূপে তিনি আজ প্রার্থীরূপে আমার কাছে উপস্থিত ?

প্রতিবিন্ধ্য। মাতারূপে—

কর্ণ। মাতারূপে। মাতারূপে। ওরে মাতৃহীন। ওরে আশৈশব মাতৃস্নেহ-পিপাসু অনাথ। একথা শুনেই কেন হৃদয় তোর উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ওরে মাতৃ-স্তন্যসুধা-বঞ্চিত হতভাগ্য। শত্রুজননী আজ তোর বুভুক্ষিত—তৃষিত হৃদয়-মরুভূমিতে মাতৃস্নেহের উৎসধারা নিয়ে উপস্থিত—(চোখ বুঁজিয়া) মা। মা। বল্‌তে বল্‌তে অন্তর আমার সুধাধারায় সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো—চির-বিদগ্ধ সুশীতল প্রস্রবণের ধারায় স্নান করে উঠ্‌লো—আঃ!

প্রতিবিন্ধ্য। বলুন বীর, দেবীর প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না?

কর্ণ। প্রার্থনা? সন্তানের কাছে মায়ের প্রার্থনা নয়—দাবী। অবশ্য পূরণ কর্‌বো। আমি মায়ের কুসন্তান নই—মা'র অভিলাষ পূরণে আমি অক্ষম নই—বল প্রতিবিন্ধ্য কি জননীর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু?

প্রতিবিন্ধ্য। আপনার সূর্য্যপূজার ফল—

কর্ণ। এইমাত্র। মা। মা। শুধু সূর্য্যপূজার নয়—আমার জীবনের সমস্ত কর্ম্মফল আমি তোমাকে অর্পণ কর্‌লাম। মা। মা। আমার মা। আমার মা।

[ভাবাবেশের অবসানে যখন চক্ষু মেলিলেন, দেখিলেন—
সম্মুখে দুর্য্যোধন]

কর্ণ। কি বন্ধু?

দুর্য্যোধন। বড় বিপদ কর্ণ। ভীমের পুত্র ঘটোৎকচের আক্রমণে কুরুকুল বিধ্বস্ত-প্রায়। তোমার কাছে যে একাঘ্নী

বাণ আছে, সে বাণে ঘটোৎকচের প্রাণসংহার করে কুরুকুল রক্ষা কর—

কর্ণ। একাঘ্নী বাণ! সর্ব্বনাশ! সে যে আমি অর্জ্জুন সংহারের জন্য রেখেছিলাম। তুমি জান, ঐ একাঘ্নী বাণ ভিন্ন অর্জ্জুনের প্রাণসংহার অসম্ভব।

দুর্য্যোধন। আজিকার যুদ্ধে যদি সবংশে রক্ষা পাই, তবে তো অর্জ্জুনের প্রাণবধ! আজ যদি মরি, তাহ'লে বন্ধু, কাল তুমি অর্জ্জুনের প্রাণসংহার করে আমার কি উপকার কর্‌বে?

কর্ণ। তাই হবে দুর্য্যোধন! তুমি নিশ্চিন্ত হও, একাঘ্নী বাণ নিয়ে আমি এখনই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হচ্ছি।

[বিপরীত দিক দিয়া কর্ণ ও দুর্য্যোধনের প্রস্থান; একাঘ্নী বাণসহ পুনরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র]

কর্ণ। তোমার আবার কি প্রার্থনা?

ব্রাহ্মণ। তোমার ঐ কবচকুণ্ডল।

কর্ণ। এই নাও—এই নাও—

[কর্ণ কবচকুণ্ডল খুলিয়া দিলেন]

ব্রাহ্মণ। কর্ণ! আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ নই—আমি ইন্দ্র। আমার পরম বন্ধু অর্জ্জুনের কল্যাণকামনায় ব্রাহ্মণের ছলনায় তোমার কবচকুণ্ডল হরণ কর্‌লাম। কালিকার যুদ্ধের পরিণাম যাই হোক্—তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বীর বলে পূজিত হবে।

[প্রস্থান

কর্ণ। সূর্য্যপূজার ফল গেল—কবচকুণ্ডল গেল, একাঘ্নী বাণও যাচ্ছে। হতভাগ্য কর্ণ! আজ হতে তুমি রিক্ত—না না, রিক্ত নও—রিক্ত নও, ঘোরতর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তুমি আজ এক মহাসম্পদ লাভ করেছ, সে সম্পদ তোমার মা—মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত হতভাগ্যের মহিমময়ী জননী। মা! মা। সকল রিক্ততা পূর্ণ করে আজ আমার অন্তরের মধ্যে আছ শুধু তুমি! মা! মা! আমার মা!

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পাণ্ডবশিবির—অর্জ্জুন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন]

অর্জ্জুন! ধিক্ ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধিক্। পুত্রশোক-সংবাদ শ্রবণে অবসন্ন দ্রোণাচার্য্যের মস্তক ছেদন কর্‌তে তোমার একটু মমতা হ'ল না?

ধৃষ্টদ্যুম্ন। সে আমার পিতৃশত্রু।

অর্জ্জুন। পিতৃশত্রু এককালে তোমার ছিলেন বটে, কিন্তু তারপর মনে নাই ধৃষ্টদ্যুম্ন, এককালে দ্রোণাচার্য্য তোমার পিতার জীবন-ভিক্ষাও দিয়েছিলেন। অস্ত্রশিক্ষা শেষ হ'লে আমরা যখন গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলাম, আচার্য্য গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তোমার পিতাকে বেঁধে আন্‌তে আদেশ কর্‌লেন! আচার্য্যের আদেশে আমিই গিয়ে রথচক্রে বেঁধে তোমার পিতাকে নিয়ে এলাম। তিনি বৈরিতাসাধন কর্‌লেন শুধু ক্ষমা করে। অম্লান হাসি হেসে

বল্‌লেন—দ্রুপদ! ব্রাহ্মণের কাছে তুমি যত অপরাধই না করে থাক, ব্রাহ্মণের কাছে পাবে শুধু ক্ষমা। সে তো স্মরণাতীত কাহিনী নয় ধৃষ্টদ্যুম্ন! ছিঃ কাপুরুষ! দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদ করে তুমি যে মহাপাপ করেছো—তার প্রায়শ্চিত্ত নেই।

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির। সে জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিরস্কার কোরো না ভাই, আমাকে তিরস্কার কর। দ্রোণাচার্য্যের বীরজীবনের শোচনীয় পরিণতির জন্য আমি দায়ী, অশ্বত্থামা গজের মৃত্যুসংবাদ শোনবার প্রতারণায় আমিই তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছি।

অর্জ্জুন। ওদিক্‌কার সংবাদ কি দাদা?

যুধিষ্ঠির। সংবাদ শুভ। কর্ণের একাঘ্নী বাণেই ঘটোৎকচের মৃত্যু হয়েছে।

অর্জ্জুন। ঘটোৎকচের মৃত্যু হয়েছে, তবু তুমি বল্‌ছো—সংবাদ শুভ! একী রহস্য দাদা?

যুধিষ্ঠির। এ রহস্য আমরা কেউ জানতাম না ভাই, নারায়ণের কাছে শুনেছি—সত্যই এ বিচিত্র রহস্য। কর্ণের ঐ একাঘ্নী বাণ তোমার প্রাণবধে সমর্থ ছিল বলেই নারায়ণ ছলে ঘটোৎকচকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। একাঘ্নী বাণ যখন ঘটোৎকচের উপর প্রযুক্ত হয়েছে, তখন আর তোমার প্রাণনাশের আশঙ্কা নাই।

অর্জ্জুন। দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুর পরে কর্ণই বুঝি হয়েছে কৌরব-সৈন্যের সেনাপতি? ভীষ্ম, দ্রোণ গেছেন—কর্ণও যাবে।

কালানলবর্ষী গাণ্ডীব আমার হস্তে, নারায়ণ আমাদের সহায়। এ সংসারে আমাদের ভয় কিসে?

[অশ্বসেনের প্রবেশ]

অশ্বসেন। ভয় আর কিছুতেই নয় পাণ্ডব, ভয় তোমার চির-শত্রু অশ্বসেন হ'তে।

অর্জ্জুন। তুমি কে?

অশ্বসেন। আমি অশ্বসেন—তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন। মনে নাই অর্জ্জুন খাণ্ডব-দাহনকালে আমার মাতাকে পুড়িয়ে মারছিলে? তোমার সেই পাপের শাস্তি দেবো—আজি রণক্ষেত্রে তোমার প্রাণসংহার করবো। তবেই আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ নাগ।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন। কিছুই করতে পারবে না তুমি আমার। বরং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লে নিজেই প্রাণ হারাবে।

[অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান

[রণপ্রত্যাগত সৈন্যগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

গান

কান্তারে কান্তারে মোরা চলি সেনানী
(মোরা) বাঁচিতে জানি মোরা মরিতে জানি।
মুষ্টি-তলে
অস্ত্র ঝলে,
অট্টরোলে,
হট্টগোলে
(মোরা) দিক্ নিনাদিয়া করি জয়ের বাণী।

তূরী ভেরী বাজে ঘন ঐ রে এবার—
ভয়ে বুক কেঁপে যায় বৈরী সবার,
গাহি উল্লাসে গান,
মোরা বাজাই বিষাণ,
(শুনে) থর থর কাঁপে যত ধরার প্রাণী।

তৃতীয় দৃশ্য

[কর্ণপুত্র বৃষসেন রণক্ষেত্রে শায়িত। সম্মুখে কর্ণ ও বৃষকেতু]

বৃষকেতু। এই তো ভাই বৃষসেন, বীরের মতো মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করেছে। বাণে বাণে ভাইএর আমার দেহ ক্ষত-বিক্ষত কিন্তু মুখভরা হাসি—বেদনার চিহ্ন সেখানে নেই।

কর্ণ। বৃষসেন—বৃষসেন!

বৃষকেতু। একি—কাঁদ্‌ছো বাবা? তুমিই তো বল্‌ছো—যুদ্ধে যারা মরে, তাদের জন্য কাঁদ্‌তে নেই।

কর্ণ। (চোখ মুছিয়া) না বৃষকেতু, আমি কাঁদ্‌ছি না। বৃষকেতু!

বৃষকেতু। কি বাবা?

কর্ণ। পার্‌বে তুমি তোমার ঐ ভাইএরই মতো হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুবরণ কর্‌তে?

বৃষকেতু। পারবো বাবা। আমি যে তোমারই পুত্র— আমার ঐ ভাইএরই দাদা—

কর্ণ। তবে যাও বৃষকেতু ঐ সমরানলের মধ্যে—

[প্রতিবিন্ধ্যের প্রবেশ]

প্রতিবিন্ধ্য। না দাঁড়াও—

কর্ণ। আবার কি প্রতিবিন্ধ্য? আবার কি প্রার্থনা আমার মা'র?

প্রতিবিন্ধ্য। বৃষসেনের মৃত্যু-সংবাদে দেবী কাতর হয়ে পড়েছেন; তাই তিনি বৃষকেতুকে আপনার নিকট ভিক্ষা চাইছেন।

কর্ণ। বৃষকেতুকে! কেন?

প্রতিবিন্ধ্য। জানি না, তবে বোধ করি বৃষসেনের মতো তাঁকে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করতে দেবেন না—নিজের স্নেহাঞ্চলে বাঁচিয়ে রাখ্‌বেন।

কর্ণ। জানি না—বংশ-পরিচয়হীন অভিশপ্তের বংশরক্ষা করতে পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবীর কেন এ আগ্রহ! জানি না এতে তাঁর কি লাভ! কিন্তু প্রতিবিন্ধ্য, একবার যখন তাঁকে মা বলে ডেকেছি,—তাঁর সকল আদেশই আমার শিরোধার্য্য। বাবা বৃষকেতু, জানি না তোমার এই ভাগ্য কি দুর্ভাগ্য— যুদ্ধক্ষেত্রে আর তোমাকে যেতে হবে না—তুমি এই প্রতিবিন্ধ্যের সাথে যাও।

বৃষকেতু। কোথায়?

কর্ণ। যেখানে এক মহিমময়ী দেবী তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। যাও তুমি বাবা, সেই মহিমান্বিতার আশ্রয় গ্রহণ করগে।

বৃষকেতু। তিনি কে বাবা?

কর্ণ। তিনি! তিনি! ওরে অভাগা পুত্র! বিদায়বেলায় এ কি প্রশ্ন করে বসলি আজ? তিনি—তিনি আমার মা—

[প্রতিবিম্বের সহিত বৃষকেতুর প্রস্থান

মা! মা! আমার মা। কৈ! মাতৃনাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে স্নেহস্পন্দন অনুভব করছি, কিন্তু বুকে বল তো পাচ্ছি না—সেই মাতৃশক্তি অনুভব করছি না তো, যা দেহে মত্তহস্তীর বল দান করে।

[নেপথ্যে অর্জ্জুনের শঙ্খধ্বনি]

ঐ অর্জ্জুন শঙ্খধ্বনি করছে। আর দুর্ব্বলতা নয়। কোথায় অর্জ্জুন? এসো—এসো—তোমার অভ্যর্থনার জন্য বিশ্বত্রাস কর্ণ শরশয্যা বিছিয়ে রাখছে।

[অবিরত বাণ-বর্ষণ]

বাণে বাণে চারিদিক আচ্ছন্ন। প্রলয় বুঝি সন্নিকট। অর্জ্জুন! ধন্য তোমার বাণশিক্ষা! শত্রু আমি—আমিও মুগ্ধচিত্তে তোমার বীরত্বের প্রশংসা করছি?

[অশ্বসেনের প্রবেশ]

অশ্বসেন। কর্ণ!

কর্ণ। তুমি কে নাগপুত্র?

অশ্বসেন। নাগরাজ তক্ষকের পুত্র আমি। অর্জ্জুন আমার মাতৃহন্তা। তাই মাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।

কর্ণ। কি সাহায্য আমায় কর্‌বে শুনি?

অশ্বসেন। এই রুদ্রবাণ নাও। আমি নিজে এই বাণে অধিষ্ঠিত থেকে তোমার এবং আমার পরম শত্রু অর্জ্জুনের প্রাণ-সংহার করবো।

[অশ্বসেনের প্রস্থান

কর্ণ। রুদ্রবাণ! রুদ্রবাণ! অর্জ্জুন—আমার এ রুদ্রবাণের তেজ সহ্য কর—

[কর্ণের প্রস্থান ; অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। মৃত্যু—সাক্ষাৎ মৃত্যু—বাসুদেব এবারে মৃত্যু নিশ্চিত।

শ্রীকৃষ্ণ। না অর্জ্জুন, এই দেখ—রথচক্র ভূমধ্যে প্রোথিত করে তোমার রক্ষার উপায় কর্‌ছি। দেখ অর্জ্জুন, তোমার কিরীট মাত্র কর্ত্তিত করে রুদ্রবাণ শূন্যে চলে গেল।

অর্জ্জুন। কিরীটী বলে আখ্যাত ছিলাম; কিরীট কেটে গেল—এও এক প্রকার মৃত্যু বাসুদেব।

শ্রীকৃষ্ণ। বিধাতাকে ধন্যবাদ দাও সখা, কিরীট-ই শুধু গেল—কিরীটীর প্রাণ গেল না।

অর্জ্জুন। তারই বা নিশ্চয়তা কি কৃষ্ণ! এখনও কর্ণের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মশির, কালান্তক প্রভৃতি বাণ রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় নাই, অর্জ্জুন, ভার্গবের অভিশাপ—সঙ্কটকালে কর্ণ প্রধান প্রধান বাণসমূহের ব্যবহার বিস্মৃত হবে। ঐ দেখ—তাপসের অভিশাপ ফলেছে—কর্ণের রথচক্র ভূমধ্যে প্রোথিত হয়েছে। এইবার তীর নিক্ষেপ কর ফাল্গুনী!

[কর্ণের প্রবেশ]

কর্ণ। জানি বাসুদেব, জানি—তোমার সখা নিরস্ত্রের উপরে তীর নিক্ষেপে সঙ্কুচিত হবে না। তাই বাণমুখে এ প্রশস্ত বক্ষ এগিয়ে দিতে নিজেই কাছে এসেছি।

[বলিতে বলিতে অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত তীরে কর্ণ ভূপতিত হইলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। মৃত্যুর পূর্ব্বে শুনে যাও কর্ণ, তুমি বংশ-পরিচয়হীন নও। পাণ্ডুবংশধর তুমি—পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবীর প্রথম পুত্র।

কর্ণ। সত্য? সত্য? মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে এ কী বার্ত্তা শোনালে আমায়! এ কী আনন্দ! এ কী শান্তি! মৃত্যু-তোরণে উপস্থিত হ'য়ে জীবনের এ কী অপূর্ব্ব আস্বাদন! নারায়ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। বল নরোত্তম!

কর্ণ। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমারই মুখে আমায় শুনে যেতে দাও—আমার কোনো কার্য্যে পাণ্ডবের গৌরবহানি হয়নি তো?

অর্জ্জুন। (নতজানু হইয়া) না মৃত্যুপথযাত্রী, না। তুমি পাণ্ডব এবং পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ।

উজ্জ্বল দৃশ্য

[উন্মুক্ত প্রান্তরে গান গাহিতে গাহিতে উদাসীর প্রবেশ]

গান

যে যেমন কর্ম্ম করে
পায় সেই ফল,
কর্ম্মফল ভোগ করে
প্রাণীরা সকল।
কেহ হয় নরপতি
কেহ হয় হেয় অতি
কেহ যায় স্বর্গধামে
কেহ রসাতল।
আপনার ভবিষ্যৎ
গড়িতেছে সবে
নিজ কর্ম্ম অনুসারে
ফল ভোগ হবে ;
সদা তুমি সদাচার
কর মন বারে বার
নিজ ধর্ম্মে শুভকর্ম্ম
কর অবিরল।

যবনিকা